যুগান্তর

তারিখ ... 5 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তি কমে গেছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেশের বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে সংরক্ষিত বিদেশী কোটায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকহারে হ্রাস পেয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা প্রতিটি মেডিকেল কলেজ তাদের মোট আসনের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ আসনে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারে। প্রতি বছর দেশের কমপক্ষে ২০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বিদেশীদের জন্য সংরক্ষিত কোটায় ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হতো। প্রধানত নেপাল ও ভারতের কাশ্মীর থেকেই অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হতো। প্রতিটি বিদেশ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কলেজ ভেদে ৩০ থেকে ৪০ হাজার ডলার ফি আদায় করা হতো। চলতি বছর একমাত্র জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, বাজিতপুর ১০০টির সংরক্ষিত ২৫টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পেরেছে।

যুগান্তরের এ প্রতিবেদকের অনুসন্ধান ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, কমপক্ষে ৬টি মেডিকেল কলেজ ও ১টি ডেন্টাল কলেজে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারেনি।

অভিযোগ উঠেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে চলতি শিক্ষাবর্ষে (২০১১-২০১২) ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ভুলের কারণে হাজার হাজার ডলার আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল বাংলাদেশ। শুধুই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নয়, এতে দেশেরও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৫৩টি হলেও কমপক্ষে ১৮ থেকে ২০টি ভালো মানের (শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, অবকাঠামো ইত্যাদি) বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের সংরক্ষিত আসন যেমন : ইনাম মেডিকেল কলেজের মোট ১১০টি আসনের মধ্যে ২৭টি, ইস্টওয়েস্টে ৮৫টির মধ্যে ২১টি, মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের ৯৫টির মধ্যে ২৪টি, শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজে ৮০টির মধ্যে ২০টি, খাজা ইউনুস মেডিকেল কলেজের ৮০টির মধ্যে ২০টি ও সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজের ৫৫টির মধ্যে ১২টি আসন বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত তাদের কোটায় ১ জনও ভর্তি হতে পারেনি। এ ছাড়া কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ ময়মনসিংহের ১২০টি আসনের মধ্যে ৩০টি বিদেশীদের জন্য সংরক্ষিত থাকলেও ভর্তি হয়েছে মাত্র ১৪ জন। একইভাবে তায়রুন্নেছায় মোট ৭৫টি আসনের মধ্যে ১৮টি সংরক্ষিত থাকলেও ভর্তি হয়েছে ৯ জন। ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ১০০টির মধ্যে ২৫টি সংরক্ষিত থাকলেও ভর্তি হয়েছে মাত্র ১২ জন। ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজে ৭৫টি আসনের মধ্যে ১৮টি সংরক্ষিত থাকলেও শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে মাত্র ৮ জন। ডেন্টাল কলেজের মধ্যে আপডেট ডেন্টাল কলেজের মোট ৫০ আসনের মধ্যে ১২টি সংরক্ষিত কোটা থাকলেও ১টি আসনেও শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। অন্যদের মধ্যে সিটি ডেন্টালের ৭৫ আসনের মধ্যে সংরক্ষিত কোটা ১৮টির মধ্যে ৫টি, পায়োরো ডেন্টাল কলেজে ৮০টির মধ্যে সংরক্ষিত ২০টির মধ্যে ১টি ও রংপুর ডেন্টাল কলেজের ১০০ আসনের মধ্যে সংরক্ষিত ২৫টি আসন থাকলেও ভর্তি হয়েছে মাত্র ২ জন বিদেশী ছাত্রছাত্রী। অন্যান্য মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের চিত্র প্রায় একইরকম বলে জানা গেছে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই দায়ী

বিদেশী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ : বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির আবেদনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত বছরের ১০ অক্টোবর শেষ সময়সীমা বেঁধে দেয়ায় প্রথমে বিপত্তি ঘটে। কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশে প্রধানত নেপাল ও ভারতের কাশ্মীর থেকে শিক্ষার্থী আসে। বাংলাদেশ যে ১০ অক্টোবরের সময় বেঁধে দেয় সেই সময় ওই দেশের মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। নিজের দেশে চেষ্টা না করে বিদেশী : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বিদেশী : কমে গেছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কেউ এমুখো হতে চাননি। তারা জানান, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) উপর্যুপরি তিনবার অনুরোধের পর ভর্তির আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করে তা ১৫ নভেম্বর করা হয়। শুধু তাই নয়, ভর্তির আবেদন করার ক্ষেত্রে আগে নির্ধারিত দেশের এজেন্টদের মাধ্যমে আবেদন করে তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট ফি ৫০ ডলার দিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে এ দেশে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় রিপিএ রয়েছে কিনা তা সার্টিফিকেট দেখিয়ে করিয়ে নিত।

বিপিএমসিএর সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন যুগান্তরকে বলেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হল। তিনি জানান, বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তিও প্রাক যোগ্যতা রিপিএ ৮ থেকে কমানো উচিত। প্রতিবেশী দেশ ভারতে রিপিএ ৬, নেপালে ৬ দশমিক ৫, পাকিস্তানে ৬ দশমিক ৫ ও শ্রীলঙ্কাতে রিপিএ ৭ থাকলেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। বিদেশী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে রিপিএ কমানো উচিত। তিনি আরও বলেন, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে চাইলে বিদেশী কোটায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ করা উচিত।